ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন (জুন ২০১৪- জুলাই ২০১৫)

ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার, জুলিয়েট রোজেটি

২৫ অক্টোবর ২০১৫

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সংসদ জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু
- সংসদের মূল কাজ - প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি
- সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়
- সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে
- এই প্রতিবেদনটি এই সিরিজের ১২তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর দ্বিতীয় প্রতিবেদন

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য

সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও ভূমিকা বিশ্লেষণ এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্যক্রম বিশ্লেষণ
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

তথ্যের উৎস ও গবেষণার সময়

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস

- সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি প্রচারিত সংসদ কার্যক্রম, অধিবেশন সরাসরি পর্যবেক্ষণ

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

- সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন ও কমিটি প্রতিবেদন
- সরকারি গেজেট
- প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ
- সংবাদপত্র

গবেষণার সময়

জুন ২০১৪- আগস্ট ২০১৫ (দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন)

গবেষণা পদ্ধতি

- গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় তথ্য সংগ্রহ
- সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগ্রহ (১১২ কার্যদিবস)
- সংগৃহীত পরিমাণবাচক ও গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণ
- প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংসদ সচিবালয় এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা
- অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (পঞ্চম অধিবেশন)

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক ও বিষয়সমূহ

প্রতিনিধিত্ব	▪ সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট ▪ নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ▪ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা
আইন প্রণয়ন	▪ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা	▪ প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা ▪ অনির্ধারিত আলোচনা ▪ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম
অন্যান্য	▪ আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা ▪ সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা ▪ সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা

কার্যদিবস ও কার্যসময়

দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ১১২ দিন এবং ব্যয়িত মোট সময় ৩৮৮ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট

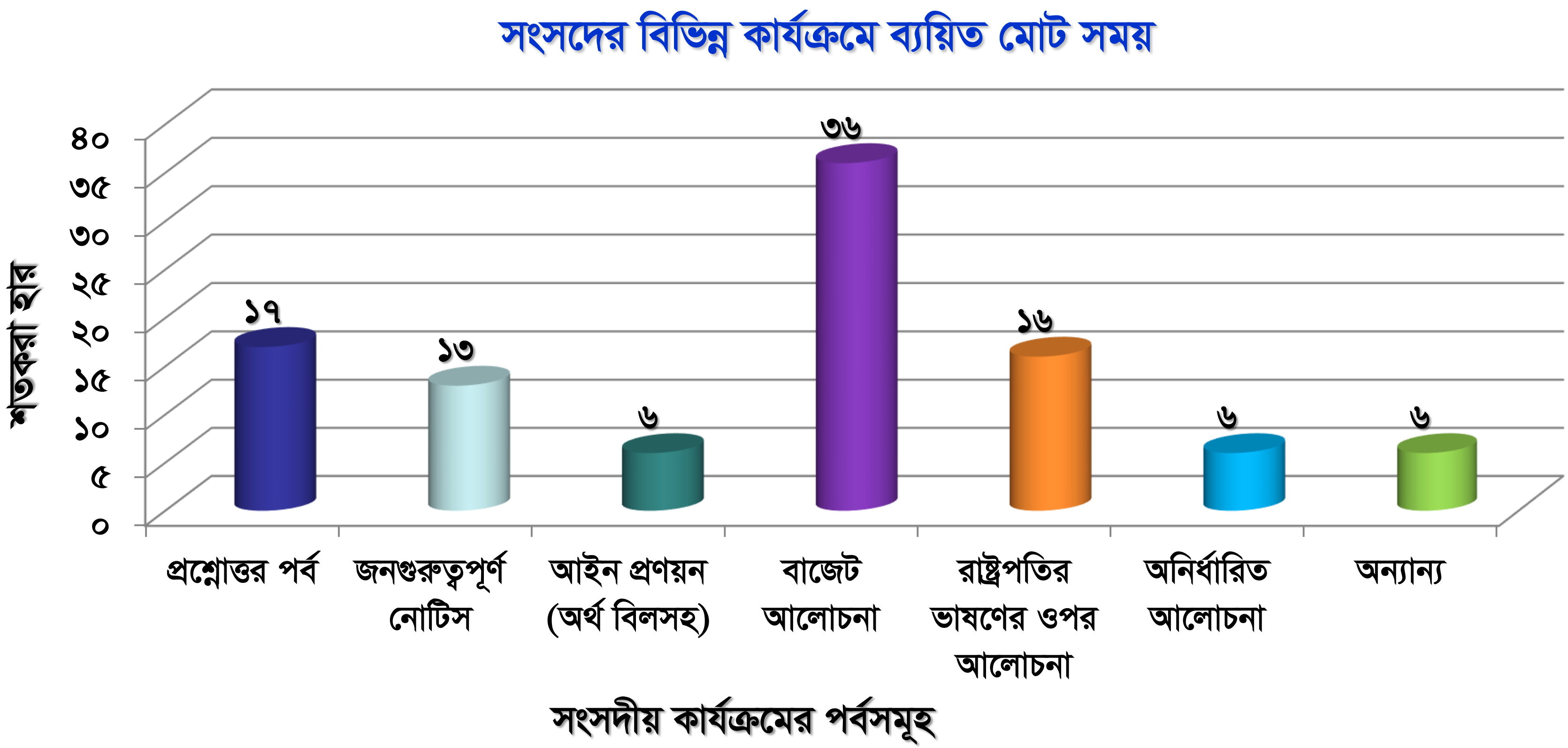

সদস্যদের উপস্থিতি

নির্দেশক	দশম সংসদ	নবম সংসদ
সার্বিকভাবে গড় উপস্থিতি	২৩৯ জন (মোট সদস্যের ৬৮%)	২৩১ জন (মোট সদস্যের ৬৭%)
সরকারি দলের উপস্থিতি	৪০% সদস্য তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ৩% সদস্য এক-চতুর্থাংশের কম কার্যদিবসে উপস্থিত	৫২% সদস্য তিন-চতুর্থাংশের বেশি উপস্থিত ১% সদস্য এক-চতুর্থাংশের কম উপস্থিত
প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি	৪০% সদস্য তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ৫% সদস্য এক-চতুর্থাংশের কম কার্যদিবসে উপস্থিত	কোনো সদস্যই তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন না ৯৭% সদস্য এক-চতুর্থাংশের কম কার্যদিবসে উপস্থিত
অন্যান্য বিরোধী সদস্যের উপস্থিতি	৬৩% সদস্য তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত কোনো সদস্যই এক-চতুর্থাংশের কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন না	কোনো সদস্যই তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন না ৩৩% সদস্য এক-চতুর্থাংশের কম কার্যদিবসে উপস্থিত
সংসদ নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৮৩% (৯৩ দিন)	মোট কার্যদিবসের ৯৩% (১২১ দিন)
বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৫৭% (৬৪ দিন)	মোট কার্যদিবসের ৪% (৫ দিন)
সর্বোচ্চ উপস্থিতি	১১১ কার্যদিবস, ৯৯% (২ জন - গাইবান্ধা ৩,সংরক্ষিত- ২৩)	১৩০ কার্যদিবস, ১০০% (১ জন - নীলফামারী ১)
সর্বনিম্ন উপস্থিতি	৮ কার্যদিবস , ৭% (১ জন - টাঙ্গাইল ২)	৫ কার্যদিবস , ৪% (১ জন - ফেনী ১)
মন্ত্রীদের উপস্থিতি	মন্ত্রীদের ১৮% তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ; মন্ত্রীদের ২% এক-চতুর্থাংশের কম কার্যদিবসে উপস্থিত	মন্ত্রীদের ৩৯% তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ; এক-চতুর্থাংশের কম কার্যদিবসে কোনো মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না

ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন ও কোরাম সংকট

ওয়াকআউট

- ছয়টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ছয়বার ওয়াকআউট

সংসদ বর্জন

- প্রধান বিরোধী দল বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সংসদ বর্জন করেনি

কোরাম সংকট

- অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (৬০ জন) সদস্য উপস্থিত না হওয়ার কারণে প্রতিদিনই কোরাম সংকট হয়
- পাঁচটি অধিবেশনের প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট ২৬ মিনিট যার অর্থমূল্য প্রায় ২৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা (সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড় ব্যয় প্রায় এক লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৭ টাকা)
- মোট কোরাম সংকট প্রায় ৪৮ ঘন্টা ৪১ মিনিট (অর্থমূল্য প্রায় ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা)

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট (মিনিট)

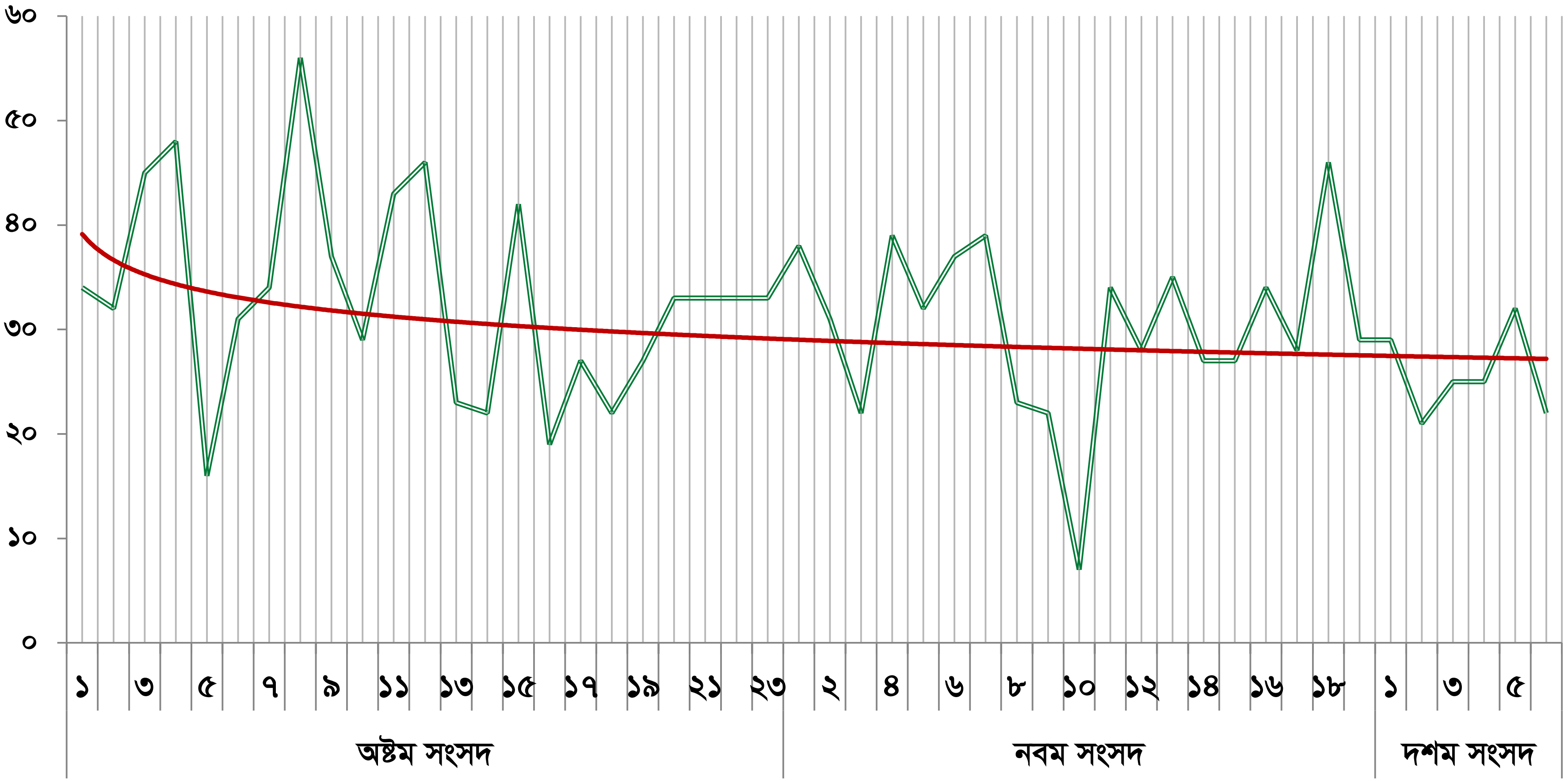

অষ্টম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে দশম সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত (মোট অধিবেশন - ৪৮টি) প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে; তবে কোরাম সংকট এখনো অব্যাহত

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

- মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৬৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট (মোট সময়ের প্রায় ১৬%)
- মোট অংশগ্রহণকারী - ২৩২ জন
- আলোচনায় নির্ধারিত প্রসঙ্গের বাইরে নির্বাচনী এলাকার চাহিদা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন এবং অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার অব্যাহত
- সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের সমালোচনা (৫৫৯৪ বার) এবং নিজ দলের কার্যক্রমের প্রশংসা ও প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসার (৫৫৯১ বার) প্রধান্য
- রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের ঘাটতি

সংসদ নেতার বক্তব্যের বিষয়	বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্যের বিষয়
সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনা, কৃষি, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য সেবাখাত এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, রাস্তাঘাট ও সেতু উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ	খাদ্যে ভেজাল ও নদী দূষণ বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রস্তাব, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

- মোট সময়ের ৬% আইন প্রণয়নে ব্যয়িত
- মোট ৩০টি সরকারি বিল পাস; বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে প্রায় ৩০ মিনিট সময় ব্যয়
- অর্থ বিল ব্যতীত ২৪টি বিলের ওপর ২৯ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ; পূর্বের সংসদের মতোই এই চর্চা বিদ্যমান
- জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের কারণ (পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার, নতুন প্রস্তাবনা পাওয়া যাবে, জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার) হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিলে অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ, বিল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়
- 'সংবিধান (ষোড়শ সংশোধনী) আইন, ২০১৪' পাসের ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা জনমত যাচাই-বাছাই এর নোটিস দিলেও বিভক্তি ভোটের সময় নিজেদের নোটিসের বিপক্ষে ভোট দেন
- কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সদস্যের মধ্যে যথোপযুক্ত ওরিয়েন্টেশনের ঘাটতি লক্ষণীয়

"নিজের (উত্থাপিত) নোটিসের (জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী) পক্ষে ভোট দেওয়া উচিৎ। কিন্তু সম্ভবত প্রধান বিরোধী দলের (জাতীয় পার্টি) অনেকেই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেন নি। সঠিকভাবে হুইপিং ও করা হয় নি। যে কারণে অনেকেই নিজস্ব নোটিসের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন" - *প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য*

আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

- মোট ১৩৯ ঘন্টা ৩৪ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের ৩৬ শতাংশ
- মোট ২৬৫ জন বাজেট আলোচনায় অংশ নেন; ৮৫ জন সদস্য (প্রায় ২৪%) কোনো বাজেট অধিবেশনেই আলোচনায় অংশ নেননি
- সদস্যদের আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রস্তাব করা হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যাশিত ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি দেখা যায়
- নিজ দলের ও সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা ১৬৩৮ বার
- সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের বিভিন্ন মন্তব্য ও কার্যক্রম এবং বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের সমালোচনা ১৪১৬ বার

• মূল বাজেটের (ষষ্ঠ অধিবেশন) ওপর সদস্যরা মোট ৪৪ ঘন্টা ২ মিনিট (৬৫%) আলোচনা করেন

• সদস্যদের জন্য মোট বরাদ্দকৃত সময়ের ৩৫ শতাংশ (১৫ ঘন্টা ২৭ মিনিট) সমালোচনা, প্রশংসা এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ আলোচনায় ব্যয় করা হয়

প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম

- সংসদে প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম (প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের আলোচনা) অংশগ্রহণ - মোট ২৫৬ জন সদস্য
- প্রশ্নোত্তর পর্বে অন্যান্য পর্বের তুলনায় কম প্রশংসা (৪%) ও সমালোচনা (৪%) দেখা যায়
- মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন (টেবিলে উপস্থাপিত প্রশ্ন ব্যতীত) উত্থাপন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট (৩৪টি)
- সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পর্বে উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১৯টি প্রস্তাবের একটি প্রস্তাব গৃহীত (মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের তালিকাটি জরুরী ভিত্তিতে আনার উদ্যোগ গ্রহণ); **১৮টি প্রস্তাব** সর্বসম্মতিক্রমে কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নের বিষয়

- পার্বত্য শান্তিচুক্তি সফলতা ও বর্তমান প্রেক্ষিত
- প্রতিবন্ধী শিশুদের সুবিধা বৃদ্ধি
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন
- হরতাল-অবরোধের সময় সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ
- সরকারের বৃহৎ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি
- গার্মেন্টস বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা প্রদান
- সীমান্ত চুক্তি পরিকল্পনার অগ্রগতি
- অর্থনৈতিক গতিশীলতা অর্জনে পরিকল্পনা
- কৃষিবান্ধব কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন

প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম ...চলমান

- কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিসের আলোচনা পর্বে মোট ৪৩৯টি নোটিস আলোচিত; সবচেয়ে বেশি (৭৬টি) স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট

- ৭১ বিধিতে জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস আলোচনা পর্বে ৮২টি নোটিস গৃহীত (*৫৫টি সরকারি দলের, ১৮টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ৯টি অন্যান্য বিরোধী সদস্যের*)

- মুলতবি প্রস্তাব পর্বে ১৪টি নোটিস উত্থাপন; ১৩টি নোটিস বাতিল; একটি প্রস্তাব কার্যপ্রণালী বিধির ৬৮ বিধিতে আলোচনা (এস. এস. সি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পিছিয়ে দেওয়া) ; বাতিল হয়ে যাওয়া নোটিসের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে

- জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া বিদেশিদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা সংবিধানে থাকলেও স্বাক্ষরিত ২৫টি চুক্তি নিয়ে এই পাঁচটি অধিবেশনে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি

অনির্ধারিত আলোচনা

- মোট ৬৯টি কার্যদিবসে অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত; প্রায় ২৪ ঘন্টা ৫৮ মিনিট ব্যয় (প্রায় ৬%); ৮০ জন সদস্যের অংশগ্রহণ (সরকারি দলের ৬৩ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১১ জন, অন্যান্য বিরোধী ৬ জন)
- অনির্ধারিত আলোচনায় অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের সমালোচনা, সরকার প্রধানের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসার প্রাধান্য

উল্লেখযোগ্য আলোচিত বিষয়

- ফরমালিন অপব্যবহার রোধে সরকারি উদ্যোগের আহ্বান
- দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকা
- ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরী ভিত্তিতে সাহায্য প্রেরণ
- বিদেশে অর্থ পাচার রোধকরণ
- বিএনপি কে দল হিসেবে নিষিদ্ধ করা

- বাংলাদেশ বিমানের দুর্নীতি ও পরিত্রাণের উপায়
- পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান
- ঢাকায় ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানো রোধকরণ
- ব্লগার হত্যা ও পুলিশের দায়িত্ব পালনে অবহেলা
- হজ্বের সময় সৌদি আরবে গিয়ে দেশে না ফিরে পালিয়ে থাকায় দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট

অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

(সংখ্যা ও শতকরা হার)

কার্যক্রম	মোট সদস্য ৩৫০ জন	সরকারি দল ২৯১ জন	প্রধান বিরোধী দল ৪০ জন	অন্যান্য বিরোধী সদস¨ ১৯ জন
বাজেট আলোচনা	২৬৫ (৭৬%)	২১৪ (৭৪%)	৩৩ (৮৩%)	১৮ (৯৫%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৩২ (৬৬%)	১৯৪ (৬৭%)	২৭ (৬৮%)	১১ (৫৮%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২০৫ (৫৯%)	১৬১ (৫৫%)	২৭ (৬৮%)	১৭ (৮৯%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ নোটিস (বিধি ৭১-ক)	১২৬ (৩৬%)	৯৭ (৩৩%)	১৪ (৩৫%)	১৫ (৭৯%)
অনির্ধারিত আলোচনা	৮০ (২৩%)	৬৩ (২২%)	১১ (২৮%)	৬ (৩২%)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৫৬ (১৬%)	৪১ (১৪%)	১০ (২৫%)	৪ (২১%)
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৭)	৭৩ (২১%)	৫৬ (১৯%)	১৩ (৩৩%)	৪ (২১%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	৪৪ (১৩%)	৩৩ (১১%)	৫ (১৩%)	৬ (৩২%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ নোটিস (বিধি ৭১)	৩১ (৯%)	২৪ (৮%)	৪ (১০%)	৩ (১৬%)
আইন প্রণয়ন	২৯ (৮%)	১২ (৪%)	১২ (৩০%)	৫ (২৬%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ নোটিস (বিধি ৬৮)	১৫ (৪%)	১২ (৪%)	২ (৫%)	১ (৫%)

*৩০৯ জন সংসদ সদস্য কোন না কোন পর্বে অংশগ্রহণ করেন; ৪১ জন (১২%) সদস্য কোনো পর্বে সরাসরি অংশ নেননি

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

- প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত
- একটি কমিটি (বাণিজ্য) পুনর্গঠনের সময় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যকে সভাপতি করা হয়
- কমিটিতে সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি ৫৬% (সাতটি কমিটির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)
- অনেক সদস্যের কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে; দশম সংসদে ৫০টি কমিটির পাঁচটিতে (হলফনামার তথ্য অনুযায়ী) এই সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে; সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত/ ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ
- কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য হওয়ার কারণে এবং কোনো কোনো কমিটিতে পূর্বতন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে
- 'অভিজ্ঞতা' অর্জনের জন্য কমিটির সদস্যদের বিদেশ সফরের কার্যকরতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে; ইতিপূর্বে স্পিকারের অনুমতি নেওয়ার বিধান ছিল যা ২০১০ সালে তৎকালীন স্পিকারের এক রুলিং বলে তা বাতিল করা হয়
- সাতটি কমিটির সাতটি প্রতিবেদন প্রকাশিত

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম... চলমান

- ৪৮টি কমিটির মোট ৫২৭টি সভা অনুষ্ঠিত, ২টি কমিটি কোনো সভা করেনি (সভার পূর্বে সংসদের ওয়েবসাইটে সভার নির্ধারিত স্থান ও সময় প্রকাশ করা হয়)

- বিধি অনুযায়ী প্রতিটি কমিটির মাসে একটি করে কমপক্ষে ১৭টি সভা করার কথা থাকলেও মাত্র চারটি কমিটি সে অনুযায়ী সভা করেছে; সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সভা করেছে সর্বোচ্চ -৩৪টি; পিটিশন কমিটি বছরে মাত্র একটি সভা করে

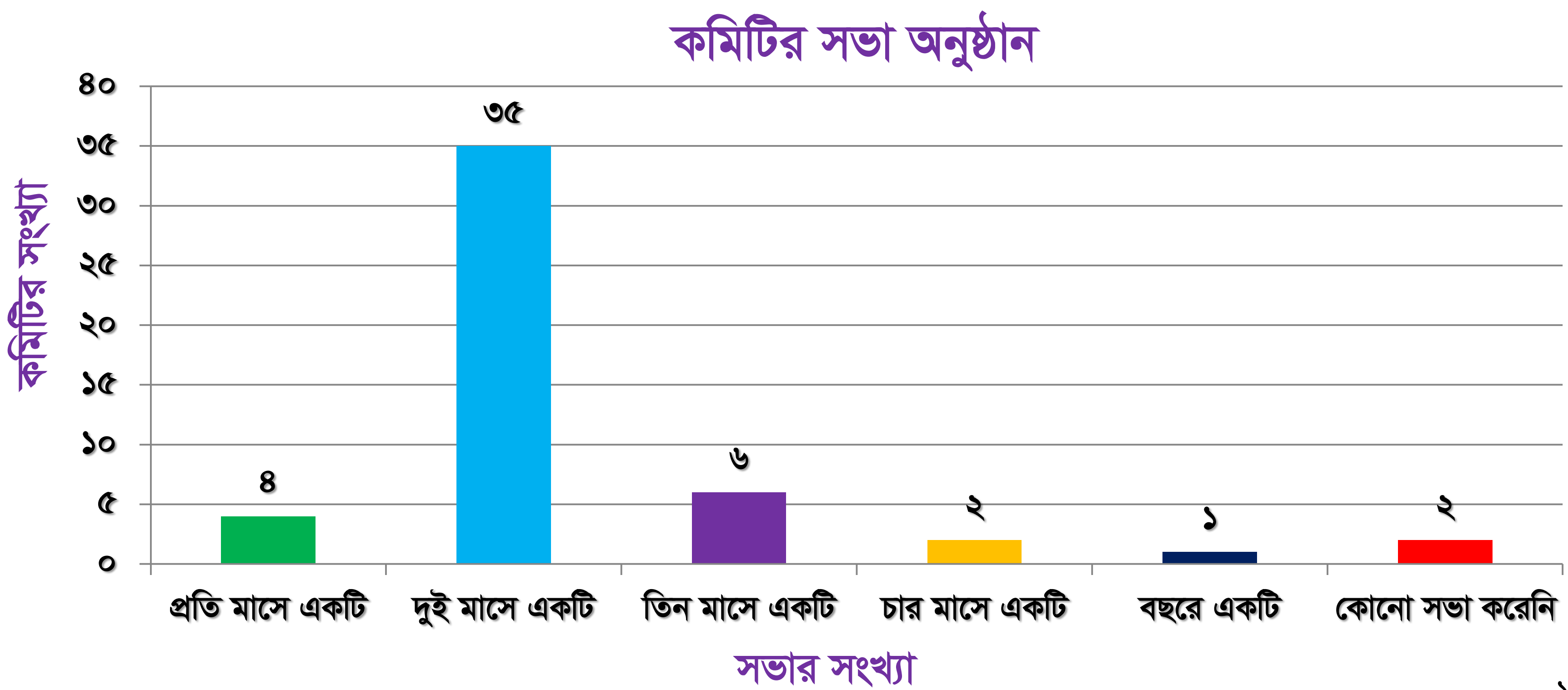

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম... চলমান

দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির কতিপয় সুপারিশ বা পরামর্শ

- দুর্নীতিতে জড়িত থাকা সত্ত্বেও বেসিক ব্যাংকের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের দুদক আইনে দোষী সাব্যস্ত না করায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং এদের শাস্তি যাতে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ
- অবৈধ ভি ও আই পি ব্যবসায় জড়িত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও আমলাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ
- সরকারি হাসপাতালগুলোতে ঔষধ ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে বা অচল গাড়ির নামে জ্বালানি বিল তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, টেন্ডার নিয়ে অনিয়মসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করে কমিটি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে
- বিএডিসির টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে অসন্তুষ্টি ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ
- ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে পৃথক কমিটি গঠনের সুপারিশ
- নৌ-দুর্ঘটনা রোধে আন্ত:মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করার এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ

কমিটি কার্যক্রম উন্মুক্ত নয় এবং তথ্যে অভিগম্যতা কম; জনগণের সম্পৃক্ততা সীমিত; ওয়েব সাইটে কমিটির কোনো প্রতিবেদন না দেওয়া ইত্যাদি কমিটির কার্যকরতাকে বাধাগ্রস্থ করছে

বিরোধী দলের ভূমিকা

- বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর থেকে প্রশ্নবিদ্ধ প্রধান বিরোধী দলের প্রত্যাশিত জোরালো ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়
- বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় সরকারি দলের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে সমালোচনার প্রাধান্য দেখা যায়
- সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা, বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান ও অনুরোধ ব্যতীত জোরালো সমালোচনা করে কথিত "প্রধান বিরোধী দল"- কে প্রত্যাশিত দৃঢ় অবস্থান নিতে দেখা যায় নি
- সরকারি দলের কোনো কোনো সদস্য সম্পর্কে সংসদের বাইরে বিতর্ক হলেও অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কথিত "প্রধান বিরোধী দল" কর্তৃক সরকারের লেজুড়বৃত্তি লক্ষ করা যায়
- বিভিন্ন কারণে অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হলেও "প্রধান বিরোধী দল" আইন প্রণয়নে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাবের আলোচনার মোট সময়ের ৮৫% ব্যয় করেন; সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিফলন দেখা যায় না; ভোট দেওয়ার সময় নিজের প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নেন "প্রধান বিরোধী দল"
- অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্যদেরকে জোরালো ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না; উল্লেখ্য স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে ৬৩% সরকারি জোটের প্রধান দলের সাংগঠনিক পদে বহাল রয়েছে

"সংসদে মূল বিরোধী দল নেই। আমরাও মাঝামাঝি।"

- *অন্যান্য বিরোধী সদস্য*

"বর্তমান সংসদে কার্যত কোনো বিরোধী দল নেই।"

- *সংসদ বিশেষজ্ঞ*

নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

মোট নারী সদস্য	৭০ জন (২০%) সংরক্ষিত আসনে মনোনীত ৫০ জন
উপস্থিতি	৬৭% নারী মোট সময়ের তিন-চতুর্থাংশের বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৭ জন (১৩%) সদস্যের অংশগ্রহণ; ১১ মিনিট (২%); ১১টি (৯%) প্রশ্ন উত্থাপন
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	মোট ২২ জন (১১%) সদস্য কর্তৃক ৫৫টি (১৯%) মূল প্রশ্ন ও ১৬২টি (১৫%) সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন
প্রশ্নের বিষয়বস্তু	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়য় সম্পর্কিত প্রশ্ন সর্বোচ্চ সংখ্যক (৭টি); পানি সম্পদ বিষয়ক প্রশ্ন (৬টি)
৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্ব	১১টি নোটিস (১৬%)
৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্ব	২৮ জন (২২%) সদস্য কর্তৃক ৮২টি (১৯%) নোটিস আলোচনা (সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত)
আইন প্রণয়ন	মোট ৪ জন (১৪%) সদস্যের অংশগ্রহণ; ৩ জন মন্ত্রী হিসেবে বক্তব্য দেন
বাজেট আলোচনা	মূল বাজেটের ওপর আলোচনা- ৫৭ জন (২২%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	মোট ৫৯ জন (২৫%) সদস্য বক্তব্য দেন
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ	৪৯টি কমিটিতে মোট ৬০ জন নারী সদস্য (১০ জন প্রধান বিরোধী দলের); ১টি কমিটিতে (সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত) নারী সদস্য নেই, ৮টি কমিটির সভাপতি নারী (৪টি কমিটিতে স্পিকার পদাধিকারবলে সভাপতি)

স্পিকারের ভূমিকা

- সভাপতি হিসেবে স্পিকারের ৭২%, ডেপুটি স্পিকারের ২৬% এবং সভাপতি প্যানেলের সদস্যদের ২% সময় দায়িত্ব পালন
- বিধি অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা স্পিকারের দায়িত্ব হলেও যে সকল ঘটনায় এর ব্যত্যয় লক্ষণীয় -
    - অধিবেশন চলাকালীন নিজ নিজ আসন ছেড়ে অন্য আসনে অবস্থান নিয়ে অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলা
    - অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে দু'জনে এবং ছোট ছোট গ্রুপে (তিন-পাঁচ জনের মধ্যে) কথা বলা
    - অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা
    - নামাজের বিরতির নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজার পর গ্যালারিতে সদস্যদের প্রবেশ
- সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের প্রসঙ্গে সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের প্রেক্ষিতে স্পিকারের নীরবতা
- পাঁচজন বিরোধী দলীয় সদস্যের বক্তব্যের অসংসদীয় শব্দ এক্সপাঞ্জ
- অধিবেশনে সদস্যদের অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার রোধ করার ক্ষেত্রে রুলিং প্রদান না করা

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের দ্বিতীয়-ষষ্ঠ অধিবেশনের তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ
মোট কার্যদিবস	৮১ দিন	১৩০ দিন	১১২ দিন
মোট বৈঠককাল	প্রায় ৩৩২ ঘন্টা ১০ মিনিট	প্রায় ৪১৭ ঘন্টা ১৮ মিনিট	প্রায় ৩৮৮ ঘন্টা ৩৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল	৪ ঘন্টা ৬ মিনিট	৩ ঘন্টা ১৩ মিনিট	৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট
প্রশংসা	৬২৬ বার (নিজ দলের প্রশংসা)	৫৯৯ বার (নিজ দলের প্রশংসা)	৭৫০০ বার (নিজ দল ও সরকার দলের প্রশংসা)
সমালোচনা	৪৯১ বার (সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা)	৮০৪ বার (সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা)	৭২৬৮ বার (সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের সমালোচনা)
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	২৫ মিনিট	২৩ মিনিট	৩০মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	৩৯ মিনিট	৩৩ মিনিট	২৬ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের	একটি কমিটিতে পুনর্গঠনের সময় প্রধান বিরোধী দল থেকে সভাপতি করা হয়

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়
(দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন)

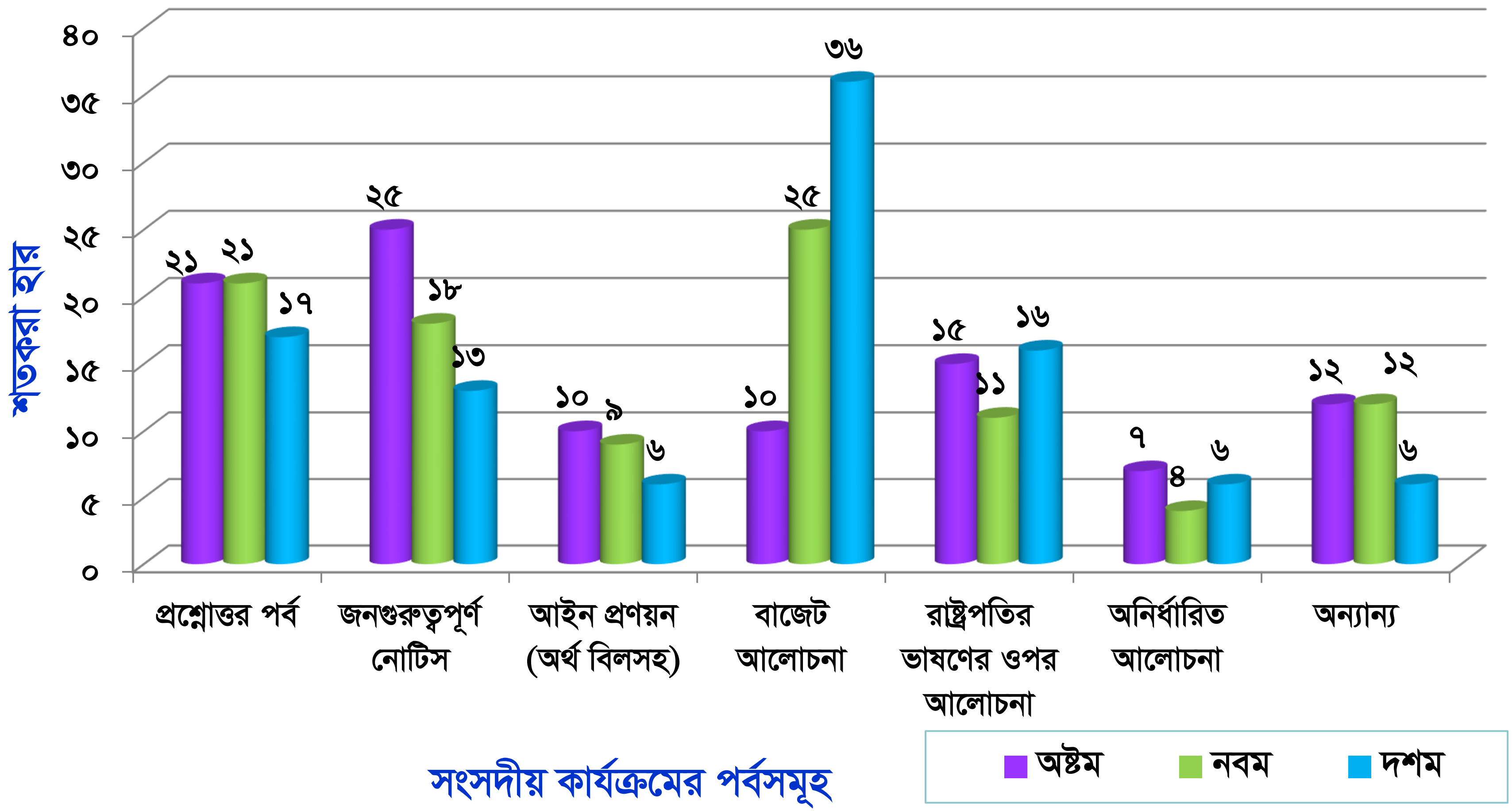

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

দশম সংসদে অধিবেশনের গড় বৈঠককাল, প্রতিটি আইন পাসের গড় সময় ও প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি এবং কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাওয়ার মতো কতিপয় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেলেও সংসদের প্রত্যাশিত কার্যকরতা অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে; যেমন -

- বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর থেকে কথিত “প্রধান বিরোধী দল” কর্তৃক সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রত্যাশিত জোরালো ভূমিকার ঘাটতি

- সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের আলোচনা ও বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা ও অশালীন ভাষার প্রাধান্য

- অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের শক্তিশালী ভূমিকার অনুপস্থিতি

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ... (চলমান)

- আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের আলোচনা পর্বে সদস্যদের কম অংশগ্রহণ
- পূর্বের সংসদের মতোই জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান
- কমিটির কাজ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হলেও সদস্যদের ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা, বিধি অনুযায়ী সভা না হওয়া, সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা ইত্যাদি কারণে কমিটিগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হচ্ছে না
- মুলতবি নোটিসের বিষয়বস্তু হিসেবে বিভিন্ন খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি থাকলেও তা বাতিল করে দেওয়া
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ
- সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত এবং কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

১. অসংসদীয় আচরণ এবং ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকার এবং বিরোধী উভয় পক্ষকে অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা পরিহার করতে হবে

২. সংসদে বিরোধী দলকে বিতর্কিত অবস্থান পরিহার করে প্রকৃত ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হতে হবে

৩. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে; প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে অধিক সময় বরাদ্দ এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে

৪. পূর্ববর্তী সংসদে তামাদি হয়ে যাওয়া স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

উপস্থিতি সংক্রান্ত

৫. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য স্বীকৃতি প্রদানের চর্চা পুনর্বহাল এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত সদস্যদের নাম প্রকাশ করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

৬. আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব বাতিল করার ধারাবাহিকতা থেকে বের হয়ে এসে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে

৭. জনগণের সাথে সংসদের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে

৮. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত

৯. কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তথ্য পুরোপুরিভাবে যাচাই করতে হবে এবং কোনো সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির পর কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেলে প্রমাণ সাপেক্ষে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার বিধান করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত ... (চলমান)

১০. সভাপতি ও সদস্যদের বাণিজ্যিক, আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার বিধান করতে হবে

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে

১২. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে

ধন্যবাদ

প্রত্যাহৃত নোটিসসমূহ

- নওগাঁ জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা
- দেশের প্রতিটি উপজেলা সদরে একটি করিয়া শিশু একাডেমীর শাখা প্রতিষ্ঠা করা
- নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর ও বদলগাছী উপজেলাধীন সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা
- ফরিদগঞ্জ থানাটিকে বিভক্ত করিয়া ফরিদগঞ্জ পূর্ব ও ফরিদগঞ্জ পশ্চিম নামে দুইটি থানায় রূপান্তর করা
- চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার নদী ভাঙ্গন রোধসহ প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ করা
- নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌর এলাকার ১৯৪০/৪১ সালে সরকার কর্তৃক একোয়ারকৃত আলীপুর, করিমপুর, গনিপুর, নজিরপুর ও মিরওয়ারিশপুর মৌজার সরকারী জমিসমূহ অবমুক্ত করিয়া প্রকৃত কাগজধারী পূর্ববর্তী মালিকদের ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- চাঁদপুর জেলায় একটি কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা
- নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলা সদরে একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা
- চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা
- নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা
- চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনী এলাকার উপকূলীয় বেড়ি বাঁধগুলো সংস্কার ও উচ্চতা বৃদ্ধির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া, বামনা ও পাথরঘাটা উপজেলা নিয়ে মঠবাড়ীয়া জেলা করা
- নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর বিমান বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করা
- মাদারীপুর জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা
- অবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের একটি তালিকা করিয়া মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা
- কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করা
- পাবনা জেলা সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলাসহ দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করিয়া পৃথক মহিলা কলেজ ও সাধারণ কলেজকে সরকারিকরণ
- ঢাকা-১৭ নির্বাচনী এলাকার কালাচাঁদপুর স্কুল এন্ড কলেজটি অবিলম্বে সরকারিকরণ

মূলতবি প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

- গুম, খুন ও অপহরণের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান
- আইন শৃঙ্খলার হঠাৎ অবনতি প্রতিরোধের লক্ষে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান
- জলবায়ু ট্রা÷ ফান্ডের দুই হাজার কোটি টাকার ১৮০টি প্রকল্পের দুর্নীতি ও অনিয়ম
- মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে উচ্চ হারে পরীক্ষার ফি আদায়
- পুলিশের ভূয়া ওয়ারেন্ট বাণিজ্য
- এসি ল্যাণ্ড অফিসের তহশিলদারের অর্থ লিপ্সা থেকে সাধারণ জনগণকে নিষ্কৃতি দেওয়া
- ঢাকাস্থ শাহজাহনপুর রেলওয়ে কলোনী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের হয়রানি রোধে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান
- বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমলেও বাংলাদেশে দাম না কমা
- গ্যাস সঙ্কটে নাজেহাল পুরান ঢাকাসহ সমগ্র ঢাকাবাসীর জন্য প্রতিকারের উদ্যোগ আহ্বান
- দেশের মানুষের নিরাপত্তাহীন দৈনন্দিন জীবন ও প্রতিকারে সরকারের উদ্যোগ আহ্বান
- শ্যালা নদীতে অয়েল ট্যাঙ্কার ডুবে সুন্দরবন এলাকার জীব, মৎস্য সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ও বৃক্ষের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ও এর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান
- খাল দখল করে কালভার্ট নির্মাণ

ওয়াকআউটের কারণ

অধিবেশন	বিষয়	দল	সংখ্যা (বার)
চতুর্থ অধিবেশন	বিমানের চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবিতে	প্রধান বিরোধী	১
	স্বর্ণ চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ এবং সংসদে বিমানের চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবি ওঠার পরও তার স্বপদে বহাল থাকার প্রতিবাদে	অন্যান্য বিরোধী সদস্য	১
	"খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪" পাসের প্রতিবাদে	অন্যান্য বিরোধী সদস্য	১
পঞ্চম অধিবেশন	অবরোধের সময় মানুষকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে হুকুমের আসামী না করার প্রতিবাদে	অন্যান্য বিরোধী সদস্য	১
	পয়েন্ট অব অর্ডারে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে	অন্যান্য বিরোধী সদস্য	২

তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

দৃষ্টান্ত:

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের সম্মাননায় বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক ও সংগঠনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া ক্রেস্টে স্বর্ণ ও রুপা নির্দিষ্ট পরিমাণে না দেওয়ার এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ ছিল, যেখানে প্রায় সাত কোটি তিন লাখ ৩৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা ও সেইসাথে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ ছিল। প্রাথমিকভাবে বিএসটিআইয়ের পরীক্ষায় অনিয়ম প্রমাণিত হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১৩ জন কর্মকর্তা ও সরবরাহকারী দুই প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে তদন্ত প্রতিবেদন দেয় যেখানে সাবেক প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু সংসদীয় তদন্ত কমিটি সাবেক প্রতিমন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতা পায়নি উল্লেখ করে প্রতিবেদন দেয়। অন্যদিকে সচিবালয়ের সম্মাননা শাখার যে কর্মকর্তা অনিয়ম উদঘাটনে পদক্ষেপ নেন তার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। উল্লেখ্য, অভিযোগ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাবেক প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে উক্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, তদন্ত কমিটি গঠনে সভাপতি হিসেবে তার ভূমিকা ছিলো এবং পদাধিকার অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনটি তার কাছেই জমা দেওয়া হয়েছে।

(তথ্যসূত্র: টিআইবি ২০১৫)

দৃষ্টান্ত ১: রেলওয়ের খালাশি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উত্থাপিত হয় রেলওয়ে সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়। কমিটির সভাপতি ও সদস্যরা তাদের সুপারিশে চাকরি না হওয়ায় মন্ত্রীর কাছে জবাবদিহিতা চান, আর অন্যদিকে কারও কারও সুপারিশ রাখা এবং চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। প্রতি খালাশি পদের জন্য চার লাখ টাকার বেশি ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগ করা হয় কমিটিতে। এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় তা না করার প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে রেলের মহাপরিচালকের কাছে এ বিষয়ে তদন্তসাপেক্ষে প্রতিবেদন চাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দৃষ্টান্ত ২: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কমিটির সভাপতি উপস্থিত রাজউকের কর্মকর্তার কাছে নিজের জন্য প্লট চেয়েছেন।

(তথ্যসূত্র: টিআইবি ২০১৫)

"এলজিডি কমিটির যেসব সদস্য আছেন তারা সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সবাই প্রভাব বিস্তার করে। মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তা সরাসরি এর সাথে জড়িত থাকে।"

-সংসদ সদস্য

কমিটির সভায় বর্ষা মৌসুমে রাস্তা সংস্কার না করার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় মন্ত্রী কমিটির সভাপতিকে বলেন "আপনি ঠিকাদার তাই আপনার এত উৎসাহ।"

অসংসদীয় ভাষা ও শব্দ: রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

"পাক সখী খালেদা জিয়া মানবতার শত্রু। তিনি বাংলাদেশের মেদুসা (গ্রিক পুরাণের চরিত্র, যার মাথায় চুলের বদলে অসংখ্য সাপ থাকতো)। তিনি চান বাংলাদেশ প্যাকিস্তানের মতো আগুনে পুড়ে কাবাব হয়ে যাক।" *সরকার দলীয় সদস্য*

"পলাশীর মীরজাফর প্রথম, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজাকাররা দ্বিতীয় মীরজাফর, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীরা তৃতীয় মীরজাফর এবং সংবিধান সংশোধন ও রাজাকারদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসনকারী জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের চার নম্বর মীরজাফর।" *সরকার দলীয় সদস্য*

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ)

সংসদীয় কার্যক্রমে অসংসদীয় ভাষা ও শব্দ: স্পিকারের নীরবতা

- "বাংলাদেশে কিছু সুশীল আছেন। বড় সুশীল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'এর টিচার। একটা নয় কয়েকটা বিয়ে করেছেন। আমার তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি তখন, যখন দেখি বিয়ে করার তিন মাসের মধ্যে সন্তান হয়। এত শক্তিশালী। জামায়াত নেত্রীকে কেন আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। এটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এতে সংসদের পয়সা খরচ হচ্ছে। সংসদে কেন আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর বয়স আমার মায়ের সমান, কিন্তু সাজেন ভাবির মতো। উনার পোশাক ম্যাডামের মতো। আমার দেশের মা-বোনের মতো নয়। তাঁর চোখের ওপর ভুরু নেই। একাত্তরে জেনারেল জানজুয়ার সঙ্গে নাকি কোনো এক হোটেলে সাঁতার কেটেছেন। নিশ্চয়ই শাড়ি পড়ে সাঁতার কাটেননি। উনি বাড়ির জন্য কাঁদেন কিন্তু স্বামীর জন্য কাঁদেন না।"

  - সরকার দলীয় সদস্য

- "সরকারের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার জন্য জাওয়াহিরির ভিডিও বার্তা লেডি লাদেন ও জুনিয়র লাদেনকে সাহস ও মনোবল চাঙ্গা করার বার্তা। তবে যতই তাদের মনোবল চাঙ্গা করতে হুমকি দিক, জাওয়াহিরি ভাষণই সার হবে। একাত্তরে তারা যেভাবে হেরেছেন, এবারও হেরে যাবেন।" - *সরকার দলীয় সদস্য ও মন্ত্রী*

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ)

এক্সপাঞ্জ করা বক্তব্য

- "সংসদে সত্যিকার বিরোধী দল নেই।" - *অন্যান্য বিরোধী সদস্য*
- "জাতীয় পার্টি অনুগত বিরোধী দল এবং দালালের দালাল, স্বৈরাচারের দোসর এরশাদের বিরোধী দল।" - *অন্যান্য বিরোধী সদস্য*
- "২০০৩ এ সরকার পতন আন্দোলনের সময় র‍্যাব, ইঁদুর, বিড়াল ছিল না। খালেদা জিয়া এসব র‍্যাব, ইঁদুর, বিড়াল এসব জন্ম দিয়েছে।" - *অন্যান্য বিরোধী সদস্য*
- ''কথায় কথায় আমরা বলি, আমাদের পিএম নারী, স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, নারী - এরা কিন্তু আসলে শোপিস। বাইরে এ অবস্থা না, বাইরে নারীরা অসহায়, তাদের নিরাপত্তা নেই।" - *প্রধান বিরোধী সদস্য*
- "সংসদে কোনো মন্ত্রী দেখছিনা, একজন আছেন নব্য বিবাহিত।" - *অন্যান্য বিরোধী সদস্য*

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ)

দৃষ্টান্ত ১:

জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। প্রায় এক বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর অনুপস্থিতির ৬৫তম কার্যদিবসে সরকার দলীয় সদস্য সংসদে এসে হাজিরা খাতায় সাক্ষর করেন। তবে তিনি অধিবেশনে যোগ দেননি। উল্লেখ্য তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রায় এক বছর পলাতক ছিলেন। এই সদস্য সম্পর্কে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা দেখা যায়নি।

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, প্রথম আলো, ৮ জুলাই, ২০১৫; দৈনিক যুগান্তর, ৭ জুলাই, ২০১৫)

দৃষ্টান্ত ২:

সরকারি দলের অন্য একজন সদস্য যিনি মন্ত্রী পরিষদেরও সদস্য ছিলেন, তার বিতর্কিত বক্তব্য ও সংসদে সদস্যপদের বিষয়টি নিয়ে অধিবেশনে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে তাকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে এবং দল থেকেও বহিষ্কার করা হয়।

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০১৪; ২৪ নভেম্বর ২০১৪)

উভয় ঘটনায় নিরপেক্ষ অবস্থান না নিয়ে বিরোধী দল সরকারি দলের বক্তব্যের অনুসরণ করে তাদের বক্তব্য দেন